বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কে শক্তিশালীকরণ বিষয়ক গবেষণা

গবেষক

ড. মোহাম্মদ মুনসুর রহমান

মোঃ মিজানুর রহমান

মোঃ মাযহারুল আনোয়ার

মারুফ আহমেদ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

কৃতজ্ঞতা

বিআরডিবি'র ৫০তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় ইউসিসিএগুলোকে স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে বিআরডিবিকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বার্ড ও আরিডিএ কে পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিএ, বগুড়া "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কে শক্তিশালীকরণ" বিষয়ক গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করেছে।

প্রথমেই এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণা কর্মটি শুরুর দিকে করোনা অতিমারীর কারণে বাধাগ্রস্থ হলেও জনাব সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বিআরডিবি, মহোদয় এর সার্বিক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এ কাজটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে। সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জনাব খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিঃ সচিব), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই গবেষণা টিম গঠন, সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য। গবেষণা দল মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট সার্বিক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

এছাড়া, বিআরডিবি ও আরডিএ'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, অংশীজনসহ এ গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ।

-গবেষণা দল

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	১
১. ভূমিকা	১
১.১ গবেষণার পটভূমি	১
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ	৩
১.৩ গবেষণার পরিধি	৪
১.৩.১ বিআরডিবি'র রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পর্যালোচনা	৪
১.৩.২ বিআরডিবি'র সবল ও দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ, সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি চিহ্নিতকরন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর কার্যক্রম ফলপ্রসু করার উপায় খুঁজে বের করা	৪
১.৩.৩ বিআরডিবি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে সমন্বয়ের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায়সমুহ খুঁজে বের করা	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	৫
২. গবেষনা পদ্ধতি	৫
২.১ গবেষনার এলাকাসমূহ	৫
২.২ উত্তরদাতা নির্বাচন	৫
২.৩ নমুনায়ন পদ্ধতি	৫
২.৪ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	৫
২.৫ তথ্য প্রক্রিয়াজাত ও বিশ্লেষণ	৫
তৃতীয় অধ্যায়	৬
৩.১ ফলাফল ও আলোচনা	৬
৩.১.১ রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিআরডিবি বর্তমান কার্যক্রম বিশ্লেষণ	৬
৩.১.২ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমিতি/দল গঠন	৭
৩.২ বিআরডিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সমাধানের উপায়	৮
৩.২.১ প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন	৮
৩.২.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন	১০
৩.২.২ (১) জেলা ও উপজেলায় জনবল কাঠামো	১০
৩.২.২ (২) জনবলের দক্ষতা	১১
৩.২.২ (৩) ব্যবস্থাপনা বিষয়ক	১৩
৩.২.৩ অবকাঠামোগত ও অন্যান্য বিষয়	১৪
৩.২.৪ বিআরডিবি'র কার্যালয় সমুহের মধ্যে সমন্বয়	১৫
৩.৩ বিআরডিবি'র বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান	১৫
৩.৪ বিআরডিবি'র ভবিষ্যত পরিকল্পনা	১৭
৩.৫ বিআরডিবিকে অধিদপ্তরে রুপান্তর	১৮
চতুর্থ অধ্যায়	২০
৪.১ পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ	২০
গ্রন্থপঞ্জি	২৫
সংযুক্তি	২৬

প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকাঃ

১.১ গবেষণার পটভূমিঃ

গ্রাম নির্ভর বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এর আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে সমবায় কেন্দ্রিক পল্লী উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে বিআরডিবি'র নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পল্লী এলাকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রাম পর্যায়ে সমবায় সমিতি গঠন, সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন, পল্লীর জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি এই কর্মপরিকল্পনার প্রধান উপকরণ। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় ষাট এর দশকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ড. আকতার হামিদ খাঁন প্রবর্তিত বিশ্বব্যাপি প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' এর হাত ধরে। পল্লী এলাকার জনগণকে সংগঠিত করণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদন, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ, উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পল্লী অঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃজনসহ পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ মডেল প্রসংশনীয় অবদান রাখে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৭০ সন পর্যন্ত 'কুমিল্লা মডেল' কুমিল্লা জেলার ২০টি থানা এবং জেলার বাইরে ৩টি থানায় Piloting করা হয়। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর সমবায় কাঠামোকে জাতীয় পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে হাতে নেয়া হয়। ১৯৭১ সনে যাত্রা শুরুর পর এর সফলতার প্রেক্ষাপটে **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** পল্লী উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে প্রচলিত সমবায়ের পরিবর্তে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় এর উপর গুরুত্বারোপ করেণ। তাঁর নির্দেশে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি)'কে সারা দেশে সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৭৩ সনে আইআরডিপি'কে '**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা'** নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। কিন্তু কুমিল্লা মডেলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আরও অধিকতর Piloting না করে কর্মসূচীটিকে সংস্থায় রূপান্তর

করা সমীচীন হবে না মর্মে দাতাদের পরামর্শের ভিত্তিতে ১০ মাস পর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা'র বিলুপ্তি ঘটিয়ে পুনরায় আইআরডিপি পুনর্বহাল করা হয়। আইআরডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের উপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায়, সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থাটি গ্রামীণ জনগণের জন্য হিতকর এবং কার্যকরী কৌশল হিসেবে কাজ করেছে। বিশ্বব্যাংকের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে আইআরডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল পরিবর্তন করে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে। সর্বোপরি এ সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২ সালে আইআরডিপি'কে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রূপান্তরিত করে যা বর্তমানে ''বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'' নামে পরিচিত।

বিআরডিবি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা হতে পাওয়া যায় যে, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত বিআরডিবি প্রায় ১১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশে কৃষক সমবায় সমিতি, প্রাথমিক সমবায় সমিতিসহ প্রায় ৯৭ হাজার (৫২%) সমবায় সমিতি ছাড়াও প্রায় ৬৪৪৬০ টি অনানুষ্ঠানিক দল বিআরডিবির নিয়ন্ত্রনাধীন। এছাড়াও ১১০০টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি রয়েছে যার মধ্যে ৬৯৮ টি বিআরডিবির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সে হিসাবে ৫৮% কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বিআরডিবির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলাপমেন্টে স্টাডিজ (বিআইডিএস) কর্তৃক ২০১০ সালে পরিচালিত ও প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, সংগঠন ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানকারী বিআরডিবি জিডিপিতে ১.৯৩% অবদান রাখে।

বিআরডিবি'র বর্তমান কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণ বিতরনের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এছাড়াও বিআরডিবি'র সামগ্রীক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জটিলতা, ইউসিসিএ'র সাথে দূরত্ব ও সমবায় আইনের আওতায় সমবায় ইউসিসিএসহ সমিতিসমুহের পরিচালনসহ বিভিন্ন কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ড যে গতিতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ বিআরডিবি'র মতো সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি সারা দেশের পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা কর যায়।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দূরদর্শী প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথাগত সমবায় সমিতির বদলে দ্বিস্তর সমবায় সমিতির কথা উল্লেখ করেন। দ্বি-স্তর সমবায় সমিতিসমুহ পূর্বে বিআরডিবির নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল, পরবর্তীতে প্রণীত সমবায় আইনে সেই নিয়ন্ত্রনকে খর্ব করে সমবায় সমিতিসমুহের নিয়ন্ত্রন সমবায় অধিদপ্তরকে অর্পন করা হয়। যার ফলে বিআরডিবি'র কার্যক্রম শুধুমাত্র সমবায় সমিতি গঠন ও এর পরিচালনার মধ্যে সীমিত কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতির পিতার শাহাদাৎ এর পর সমবায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনাগত কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। স্থানীয় সমস্যার সমাধানকল্পে ও প্রকল্পসমুহের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিআরডিবি সমবায় সমিতির পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠিকে সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলে সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সেবা ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে বিআরডিবি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংসহান সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন এবং নারীর ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। দীর্ঘ ৩৩ বছরের পথ পরিক্রমায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিআরডিবি'র অনেক অর্জন থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগী ভূমিকা রাখার নিমিত্তে বিআরডিবিকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

বিআরডিবি'র বিগত ৪৯তম পরিচালনা পর্ষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউসিসিএগুলোকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে বার্ড, কুমিল্লা ২০১৭ সালে একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিআরডিবি'র ৫০তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউসিসিএগুলোকে স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে বিআরডিবিকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বার্ড ও আরিডিএ, বগুড়াকে পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে পরিচালনা পর্ষদের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিএ, বগুড়া এই গবেষণা কার্যক্রমটি পচিালনা করেছে।

এই গবেষণা কাযূক্রম এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-

"সামগ্রকিভাবে বিআরডিবিকে আরও শক্তিশালীকরণের উপায় খুঁজে বের করা"।

এছাড়া, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেসমুহ হলোঃ

- বিআরডিবি'র এর রূপকল্প, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বর্তমান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;

- বিআরডিবি'র সবল-দূর্বল দিক, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর কার্যক্রম ফলপ্রসু করার উপায় খুঁজে বের করা;
- বিআরডিবি ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সার্বিক সমস্যা চিহ্নিতকরন ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপায় খুঁজে বের করা।

১.৩ গবেষণার পরিধিঃ

১.৩.১ বিআরডিবি'র রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পর্যালোচনা;

১.৩.২ বিআরডিবি'র সবল ও দূর্বল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ, সম্ভাবনা এবং ঝুঁকি চিহ্নিতকরন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর কার্যক্রম ফলপ্রসু করার উপায় খুঁজে বের করা, যার অংশ হিসেবে

- বর্তমান কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ, সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধান নিরূপণ;
- বিআরডিবি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা (বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণের ধরণ, প্রশিক্ষণার্থী, মেয়াদ, ইত্যাদি); এবং সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা;
- ইউসিসিএ'র বর্তমান জনবল ব্যবস্থাপনার সার্বিক অবস্থা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা;
- জেলা, উপজেলা, ও প্রধান অফিসে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কীয় অবস্থান নির্ণয় করা;
- বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর সমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা।

১.৩.৩ বিআরডিবি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে সমন্বয়ের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায়সমুহ খুঁজে বের করা-

- বিআরডিবি'র সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর পাস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ।
- বিশেষ করে বিআরডিবি ও ইউসিসিএ'র মধ্যে কার্যকরী সম্পর্ক নির্ণয় করা, ও বিভিন্ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে পরামর্শ প্রদান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. গবেষনা পদ্ধতিঃ

২.১ গবেষনার এলাকাসমূহঃ

গবেষণা কর্মটি রাজশাহী বিভাগের অধীনস্ত রাজশাহী জেলার ৯টি উপজেলা, বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলা ও রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলার সকল উপজেলায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রধাণ কার্যালয় থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.২ উত্তরদাতা নির্বাচনঃ

ইউসিসিএ কে স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে বিআরডিবিকে শক্তিশালীকরণ শীর্ষক গবেষণা কর্মটির জন্য বিআরডিবি ও ইউসিসিএ'র অধীনে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যেমন- জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক; উপজেলা পর্যায়ে ইউআরডিও, এআরডিও, হিসাব রক্ষক, মাঠ সহকারী ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার ৮জন উপ-পরিচালক ছাড়াও বিআরডিবি'র প্রধাণ কার্যালয় কর্মরত মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) সহ উচ্চ পর্যায়ের প্রায় ২০জন কমর্কর্তাসহ মোট ১৬১ জনকে আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল (সংযুক্তি-৩-৫)। বিআরডিবি'র অংশীজন, যেমন- সমবায় সমিতির সভাপতি, সদস্য ও সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীও স্বল্প পরিসরে এই গবেষণার উত্তরদাতা হিসেবে সহযোগিতা করেছেন।

২.৩ নমুনায়ন পদ্ধতিঃ

গবেষণা কর্মটির জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন অনুসরন করে প্রথমে রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন বগুড়া ও রাজশাহী জেলার মোট ২১টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছিল। এছাড়া, প্রধান কার্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকেও এই গবেষণার উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছিল।

২.৪ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ

গবেষণা কর্মটিতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা বা সেমি-স্ট্রাকচারড প্রশ্নমালা ও এফজিডি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, গবেষণা কর্মটিতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি গবেষণায় ব্যবহৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ, প্রকাশনা ও বার্ষিক প্রতিবেদন হতে মাধ্যমিক তথ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৫ তথ্য প্রক্রিয়াজাত ও বিশ্লেষণঃ

তথ্য প্রক্রিয়াজাত ও ফলাফল বিশ্লেষনের কাজ সংগৃহীত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্যর উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, সক্ষমতা নিরুপন, দূর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুকি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা নির্বাচনের জন্য গবেষণা কর্মটিতে SWOT (Strength Weakness Opportunity and Threat) এনালাইসিস ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ ফলাফল ও আলোচনাঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর কার্যক্রমকে আরও সক্রিয়করনের লক্ষ্যে বগুড়া ও রাজশাহী জেলার বিআরডিবি কার্যালয়ের উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, ইউআরডিও, এআরডিও, হিসাব রক্ষক, জুনিয়র অফিসার, মাঠ সংগঠকদের সাথে সেমি-স্ট্রাকচারড প্রশ্নমালা জরিপ ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের ভিত্তিতে বিআরডিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হ'ল।

৩.১.১ রুপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিআরডিবি বর্তমান কার্যক্রম বিশ্লেষণঃ

একটি প্রতিষ্ঠানের সাবলিল অগ্রযাত্রা ও সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার রুপকল্প (Vision) এবং কর্মপরিকল্পনার উপর। বিআরডিবি'র রুপকল্পটি সুনির্দিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই বিআরডিবি তা অর্জনের মাধ্যমে সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। বিআরডিবি'র রুপকল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উন্নত পল্লী গঠনে সংগঠনভিত্তিক মানব সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে বিআরডিবি'র অভিষ্ট মিশনের মাধ্যমে তা অর্জন সম্ভব। এই রুপকল্প অর্জিত হবে সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য (Mission) "স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান; মূলধন সৃজন; আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা" অর্জনের মাধ্যমে। সুনির্দিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) "সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন এবং পল্লীর জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি" বিবেচনায় রেখে বিআরডিবি মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী গঠনের রুপকল্প অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

উন্নত পল্লী গঠনে বিআরডিবি'র উদ্যোগসমুহের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে প্রতি বছর প্রায় ২০০০ কোটি টাকা ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অবশ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রুপকল্প অর্জনে বিআরডিবি বর্তমানে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারছে কিনা তা বিশ্লেষণ করে একে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় তা নির্ধারণের জন্য মিশন থেকে শুরু করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহসহ বিভিন্ন কার্যক্রম-এর পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ জরুরী।

বিআরডিবি'র কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠান বহুমাত্রিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। মূল কার্যক্রমসমূহের মধ্যে-

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি ও পরিচর্যা;
- মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধধান শস্য উৎপাদন শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার অন্যতম।

বিআরডিবি প্রধাণ কার্যালয়ে উর্ধ্বতন ও মধ্যম সারির কর্মকর্তাবৃন্দের সংগে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অনেকেই মন্তব্য করেন যে, আইন, ভিশন/মিশন অনুযায়ী কার্যক্রম হুবহু বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বিআরডিবি বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে, যা ভিশন-মিশন এর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। পল্লীর উন্নয়নের জন্য বাস্তবতার নিরীখে যুগোপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আইন, ভিশন/মিশনে এর সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে বলে অনেকে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.১.২ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমিতি/দল গঠনঃ

বিআরডিবি'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে মোট ৬৮৪ টি কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন রয়েছে, যার মধ্যে ৪৯৪টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) এবং ১৯০টি উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউবিসিসিএ, পজীপ) পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিআরডিবি এ সকল সমবায় সমিতির মাধ্যমে জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। সমিতি গুলোতে দুই ধরনের দল রয়েছে-একটি হলো আনুষ্ঠানিক, আরেকটি হলো অনানুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক দল হ'ল ইউসিসিএ কর্তৃক গঠিত দল ও অনানুষ্ঠানিক হল বিআরডিবি কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় গঠিত দল। বিআরডিবি প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নে এসব দলগুলোর মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন, ফলপ্রসু ঋণ বিতরন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরনসহ আত্বকর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে আসছে।

দেশে কৃষক সমবায় সমিতি, প্রাথমিক সমবায় সমিতিসহ মোট ১৭৪,৮৭৯ টি সমিতি/দলের মধ্যে বিআরডিবির'র আওতায় রয়েছে ৯৫,৬৭৮টি আনুষ্ঠানিক দল, যা মোট সমিতির ৫৫ শতাংকে প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে ৭৯২০১ টি অনানুষ্ঠানিক দল। তথ্য পর্যালোচনান্ত দেখা যায় যে, বাংলাদেশে সংগঠন ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বিআরডিবি নেতৃত্ব প্রদান করছে এবং দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে, যা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক পরিচালিত ২০১০ সালে গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী "বিআরডিবি সংগঠন ভিত্তিক কাজ করার কারণে জিডিপিতে ১.৯৩% অবদান রাখছে" বলে প্রমানিত হয়েছে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হলে দেশের পল্লী উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা রাখতে সম্ভব হবে বলে ধারনা করা যায়।

সমিতি পরিচালনা ও ঋণ কার্যক্রম ব্যতিরেকে অন্যান্য কার্যক্রমে বিআরডিবি'র সংশ্লিষ্টতা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিআরডিবি'র মূল কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি হয়। তাই, সমিতি পরিচালনা ও ঋণ কার্যক্রম ব্যতিরেকে গ্রামীন অবকাঠামোগত ও অন্যান্য কাজে বিআরডিবিকে সংযুক্ত না করা উচিত বলে এফজিডিতে প্রতিফলিত হয়।

৩.২ বিআরডিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সমাধানের উপায়ঃ

৩.২.১ প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নঃ

প্রকল্প/কর্মসূচি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা বিআরডিবি'র একটি প্রধাণ কাজ। বর্তমানে এডিপিভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা-৮টি, অবলুপ্ত/নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ-১০টি, এবং বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচী-৪টি। জুলাই, ১৯৭০ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প/কর্মসূচীর সংখ্যা-১১৪টি (সূত্রঃ বিআরডিবি ওয়েবসাইট)।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহে বা বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। এসব ক্ষেত্রে সমিতি ও হিসাব পরিচালনা, বিভিন্ন হারে ঋণ বিতরনের নিয়ম রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীতে ভিন্ন ধরনের ঋণের সার্ভিস চার্জ থাকার ফলে উপকারভোগীদের মাঝে দ্বিধা ও অবিশ্বাস তৈরী হয়। বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার ফলে একইরকম ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং সমস্ত সমাপ্ত প্রকল্প বা কর্মসূচিকে একীভূত করে একই নীতিমালা তৈরী করা প্রয়োজন এবং সেই নীতিমালার আলোকে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের সমস্যাবলীঃ

বিআরডিবির অধীনে পরিচালিত প্রকল্পসমূহে যে সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হয়, তা নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

- প্রকল্পের কর্মচারীদের জন্য রাজস্ব খাতে পদ সৃজন না করাতে কর্মচারীদের ভেতরে অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়।
- উপজেলা দপ্তর প্রকল্পের হিসাব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হিসাব সহকারী পদ নাই।
- সরকার ঘোষিত ঋণের সেবা মূল্য "এক অংকে" নির্ধারণ এবং একক ঋণ চালু করা হয় নি। দীর্ঘদিনের খেলাপি ঋণ গ্রহীতা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন না বা করতে পারেন না।
- পূর্বের ন্যায় ম্যানেজার কমিশন চালু নাই।
- বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি আলাদা হওয়াতে গ্রাহক ও কর্মচারীদের ভেতরে অসন্তোষ ও ঋণ আদায়ে সমস্যা তৈরী হয়।
- এনজিও বা অন্য সংস্থা উপকারভোগীদের কাছ থেকে শুধুমাত্র অল্প কিছু কাগজপত্র নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু বিআরডিবি অনেকগুলো কাগজপত্র নিয়েও ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার বেশি ঋণ সহায়তা দিতে পারে না। আবার ঋণ সহায়তা দিতে সময়ও বেশী লেগে যায়।
- প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের হিসাব ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্ট রিটার্ন পাওয়া ডিজিটাইজড নয়। এজন্য সব প্রকল্প বা কর্মসূচীর জন্য একীভূত সফটওয়্যার এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের সমস্যাসমূহ সমাধানের সুপারিশঃ

- প্রকল্পের অধীনে দীর্ঘদিন কর্মরত কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে পদ সৃজন করা যেতে পারে।
- উপজেলা দপ্তরে প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একজন হিসাবরক্ষক দরকার।
- ঋণের সেবামূল্য সব প্রকল্প/কর্মসূচীতে একই ধরনের হওয়া উচিত।
- দীর্ঘদিনের খেলাপি ঋণগ্রহীতারা ঋণের কিস্তি যারা পরিশোধ করতে পারছেন না, গুরুত্ব বিবেচনায় তাদের ঋণ পূণঃতফসিল করা যেতে পারে।
- সমিতির ম্যানেজারদের দাযিত্ব পালনের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা থাকলে কার্যক্রম আরও বেশি গতিশীল হবে।
- শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা না করে অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। অপ্রধান শস্য, পিআরডিবি-৩ প্রকল্পটি আরো বেশি হাইলাইট করা দরকার বলে কর্মকর্তাবৃন্দ মনে করেন।
- প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের হিসাব ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্ট রিটার্ন পাওয়ার জন্য ডিজিটাইজড করতে হবে।

৩.২.২ মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

মানব সম্পদ একটি প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি। এর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। তাই বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করলে দক্ষ মানব সম্পদ পাওয়া সম্ভব হবে। প্রথমেই জেলা ও উপজেলায় জনবল কাঠামো বিশ্লেষণ করা দরকার।

৩.২.২ (১) জেলা ও উপজেলায় জনবল কাঠামোঃ

ক) ইউসিসিএর সংখ্যাঃ ৪৮৭টি ও জনবলঃ ১৬৫৪ জন।

খ) জেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র জনবল কাঠামোঃ ১ জন ডিডি, ১ জন হিসাবরক্ষক, ১ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন গাড়ি চালক, ১ জন অফিস সহায়ক।

গ) উপজেলা পর্যায়ে জনবল কাঠামো: ১ জন ইউআরডিও, ১ জন এআরডিও, ১ জন হিসাবরক্ষক। ইউসিসিএ'র জনবল কাঠামোঃ হিসাব সহকারী, মাঠকর্মী, অফিস সহকারী, অফিস সহায়ক, নৈশ প্রহরী ।

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা এবং ইউসিসিএ'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মূলত একইসঙ্গে কাজ করে থাকেন। এছাড়া, প্রকল্পভুক্ত বেশকিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন, তারা প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কাজগুলো ইউআরডিও'র সঙ্গে সমন্বয় করে থাকেন। বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী থেকে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আসে সেগুলো মাঠ পর্যায়ে ইউআরডিও- এর মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হয়।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প সরাসরি পৃথকভাবে কাজ করে থাকে, সমস্ত কাজ গুলো নিয়ন্ত্রণ করেন পরিচালক, ফিল্ড সার্ভিসেস। ১০০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

নিম্নে বিআরডিবি'র সম্পূর্ণ জনবলের তথ্য প্রদত্ত হ'লঃ

সারণী-১: বিআরডিবি'র জনবল

প্রকল্প	মোট জনবল	কর্মরত জনবল	মন্তব্য	ঘাটতি
বিআরডিবি (স্থায়ী)	৩৪০৬	১৮২২		৪৬.৫%
অপ্রধান শস্য	৩০৯	৩০৮	রাজস্ব-০৬ জন আউটসোর্সিং-৩০২জন	২১.৫%
পিআরডিপি-৩	৩৩৮	৮৪		
উদকনিক	৮১	৮১	রাজস্ব- ০৪ জন	
গাইবান্ধা	২৮	২৭	রাজস্ব-০৩ জন, আউটসোর্সিং-২৫ জন	
পজীপ	২৪১২	১৯৭৮	-	
ইরেসপো	৩৪১	২৮১	-	
মোট	৩৫০৯	২৭৫৯		

সূত্রঃ বিআরডিবি প্রধাণ কার্যালয়, ২০২২

দেখা যায়, বিআরডিবি'র রাজস্ব অংশে মোট জনবলের ৪৬.৫% ঘাটতি রয়েছে, যা বোর্ডের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের অন্তরায়। এছাড়া, বিআরডিবি'র প্রধাণ কার্যালয় বর্তমান মঞ্জুরীকৃত ৩৪০৬ জন জনবলের সংগে অতিরিক্ত ১৩,২২৫ জন রাজস্ব পদে নিয়োগের প্রস্তাবনা দিয়েছে (সংযুক্তি-০১)। ফলে, মোট জনবল দাঁড়ায় ১৬,৬৩২ জন। বিভাগীয় পর্যায়ে বিআরডিবি'র কোন জনবল বরাদ্দ নেই, তাই প্রত্যেক বিভাগে ১৬টি পদে ৩৮ জন করে কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ ৮টি বিভাগে মোট ৩০৪ জন জনবল বরাদ্দের প্রস্তাব (সংযুক্তি-০২) রাখা হয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মোট বরাদ্দকৃত জনবলের তুলনায় ২১.৫% ঘাটতি রয়েছে (সারণী-১)।

৩.২.২ (২) জনবলের দক্ষতাঃ

কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ/কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরনী দেয়া হ'ল।

ক) কর্মকর্তা পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন হয়েছে ১১৫২৭৬৭ জন দিবস

খ) কর্মচারী উদ্বুদ্ধকরণ হয়েছে ২৮৮৫৪৫৮ জন দিবস

গ. নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়বর্ধন- ২৮৮৯৩৬০ জন

ঘ. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানঃ ০৩টি

(বিআরডিটিআই, সিলেট; মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল ও এনআরডিটিআই, নোয়াখালী)

ক) শুধুমাত্র বিআরডিটিআই, সিলেটে রাজস্বখাতে অনুমোদিত ৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। তবে, সেখানেও কোনো ট্রেডভিত্তিক জনবল নেই ।

খ) মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টাঙ্গাইলে মাত্র ০৯ জন অনুমোদিত জনবল রয়েছে।

গ) এনআরডিটিআই, নোয়াখালীতে কোনো অনুমোদিত জনবল নেই।

সারণী-২: বিআরডিবি এবং ইউসিসিএ'র মধ্যকার **জনবল** ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	সমস্যা	সুপারিশ
জনবল ব্যবস্থাপনা			
০১	বিআরডিবি'র জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা।	• সঠিক সময়ে উপজেলা পর্যায়ে জনবল নিয়োগ হয় নি। • বিভাগীয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে রাজস্ব বাজেট ভূক্ত জনবল নাই। বিভাগীয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য কোন অফিস নাই। • উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র ইউআরডিও, এআরডিও এবং হিসাবরক্ষক এর ন্যায় ইউসিসিএ'র হিসাব সহকারী, মাঠকর্মী, অফিস সহকারী, অফিস সহায়ক, ও নৈশ প্রহরী পদগুলো বিআরডিবি'র অস্থায়ী। তাদের মধ্যে হতাশা কাজ করছে, ফলে কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। • ইউসিসিএ তে স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অন্যত্র বদলীর ব্যবস্থা না থাকা।	• দ্রুত শূণ্যপদে রাজস্ব জনবল নিয়োগ জরুরী. • কার্যক্রম ব্যপকতার কারনে যৌক্তিক নূতন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও রাজস্ব অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব প্রেরনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। • তহবিল স্বল্পতার কারনে কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত জনবলের বেতন-ভাতার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করা দরকার।

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	সমস্যা	সুপারিশ
		• প্রকল্প ভিত্তিক জনবলের চাকুরি স্থায়ীকরণ না হওয়ায় কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। • বিভিন্ন কর্মসূচির জনবলের বেতন নিজস্ব আয় থেকে হওয়ার কথা। ঋণ কার্যক্রমের যে সিলিং এবং সার্ভিস চার্জ রয়েছে তা দিয়ে বেতন-ভাতার তহবিল সাংকুলান সম্ভব হয় না। • বিআরডিবি ১৯৭৫ সাল থেকে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছর পর পর কার্যক্রম এক্সটেনশন করা হয়েছে। সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রজেক্ট থেকে রাজস্ব খাতে ১০০ টি উপজেলায় ৭১০ জনবলকে রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় ইউসিসিএ এর জনবল ও মাঠ পর্যায়ের জনবল যদি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে কার্যক্রম গতিশীল হবে।	• উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবি'র জন্য অফিস সহকারী, হিসাব সহকারী, অফিস সহায়ক ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমপক্ষে ১/২ জন করে রাজস্ব বাজেটভূক্ত মাঠ সংগঠক নিয়োগ করলে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গতিশীল হবে। • জেলা বিআরডিবি অফিসে দু'জন অতিরিক্ত উপ-পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদ সৃষ্টির কথা এফজিডিতে আলোচনা হয়েছে, যেন রাজস্ব ও অন্যান্য কার্যক্রম ভালভাবে দেখাশুনা করা যায়। ৩০টি জেলায় এই এ ধরনের পদ রয়েছে। তাই বাকী উপজেলায় এ ধরনের পদায়ন করা যায়। • স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বদলীর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
০২	স্বল্প জনবল দিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চলমান	বিআরডিটিআই ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিআরডিবি কর্মকর্তা, কর্মচারী, ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। আরডিটিটিআই, সিলেট এ ৪১টি পদ দিয়ে একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চলছে। নোয়াখালীতে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে কিন্তু জনবল নাই। টাঙ্গাইলে মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে সেখানে শুধু মাত্র ০৩ জন জনবল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।	• দক্ষ জনশক্তি পাওয়ার জন্য প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবল নিয়োগ জরুরী। • কর্মকর্তাদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ মাস/২ মাস/ ১ মাস করা যেতে পারে।
০৩	উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিটে প্রশিক্ষণ চালানোর জন্য জনবল সংকট।	• উপজেলা পর্যায়ে ২৩টি উপজেলাতে প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা নেই। স্থানীয় পর্যায়ে উপকারভোগীদের স্থানীয় চাহিদা ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের চাহিদা রয়েছে, অনেক সময় উপকারভোগীদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না, তাই সমিতির সদস্যদের চাহিদা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।	সমিতির সদস্যদের চাহিদা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। উপজেলা প্রশিক্ষণ ইউনিটে একজন করে এআরডিও দেয়া যেতে পারে।

৩.২.২ (৩) ব্যবস্থাপনা বিষয়কঃ

বিআরডিবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ঃ

বিশেষ করে বিআরডিবি'র সংগে ইউসিসিএ এর ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা রয়েছে, যেখানে সমন্বয়হীনতা প্রকট। তাই অংগাঙ্গিভাবে জড়িত এই দুই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বিশ্লেষন করা জরুরী।

সাধারনত: বিআরডিবি/ ইউসিসিএ এর আওতায় গঠিত সমবায় সমিতিসমূহ সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক নিবন্ধন, অডিট ও বাজেট অনুমোদন এর কাজ সম্পন্ন হয়।

১৯৫৮-১৯৭০ পর্যন্ত ড. আক্তার হামিদ খানের গবেষণায় দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির মডেল উদ্ভাবন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথাগত সমবায় সমিতির বদলে দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির কথা উল্লেখ করেন। দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৫ সালে কোপারেটিভ অর্ডিন্যান্স করা হয় যেখানে সমবায় সমিতিসমুহ বিআরডিবির নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। কিন্তু ২০০১ সালে যে সমবায় আইন করা হয়েছে, সেখানে বিআরডিবির নিয়ন্ত্রনকে খর্ব করে সকল ক্ষমতা রেজিস্ট্রার, সমবায় অধিদপ্তরকে অর্পন করা হয়, যার ফলে ইউসিসিএ ও সমবায় সমিতির সকল রেজিস্ট্রেশন সমবায় অধিদপ্তর করে থাকে। বিআরডিবি এখানে শুধুমাত্র সম্প্রসারণের কাজগুলো- যেমন ঋণ সহযোগিতা, ব্যবস্থাপনা বা অন্যান্য কাজ করে থাকে। আইনগতভাবে সমবায় অধিদপ্তর সাধারনতঃ বিআরডিবি/ ইউসিসিএ এর আওতায় গঠিত সমবায় সমিতিসমূহ সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক নিবন্ধন, অডিট, পরিদর্শন ও বাজেট অনুমোদন এর কাজ সম্পন্ন করে, দ্বৈত ব্যবস্থাপনার ফলে কাজে দীর্ঘসূত্রিতা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিআরডিবি'র কর্মকর্তার সংগে ইউসিসিএ'র সভাপতির দূরত্ব তৈরী হয় এবং ইউসিসি এর চেয়ারম্যান/ম্যানেজিং কমিটির অব্যবস্থাপনায় জড়িত হওয়ার সুযোগ তৈরী হয়। এমনকি প্রয়োজনে তারা বিআরডিবি'র পরিবর্তে সমবায় অধিদপ্তরের শরণাপন্ন হয়। বিআরডিবি প্রতিবেদনে কোন তথ্য দেয়া হলে সমবায় অধিদপ্তর তা আমলে নেয় না (এফজিডি)। তদন্ত প্রতিবেদন ইউসিসির বিপক্ষে গেলে বিআরডিবির কাজ স্থবির হয়ে যায়। আর যদি তাদের পক্ষে যায়, তারা অ্যাকশন নিতে নিতে অনেক সময় ৬-১০ মাস ক্ষেপন হয়ে যায়। সমবায় সমিতির আইনের সুযোগে অসমবায়ীরা সেখানে ঢুকে যাচ্ছে। সংক্ষেপে বিআরডিবি এবং ইউসিসিএ'র ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্যসমূহ নিম্নে দেয়া হ'লঃ

সারণী-৩: বিআরডিবি এবং ইউসিসিএ'র মধ্যকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

ক্রমিক নং	বর্তমান অবস্থা	সমস্যা	সুপারিশ
জনবল ব্যবস্থাপনা			
০১	• ইউসিসিএ ও বিআরডিবি'র প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাসহ যৌথ কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। • ইউআরডিও ও ইউসিসিএ সভাপতির দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলমান।	• প্রকৃতপক্ষে ইউসিসিএ, বিআরডিবি এবং সমবায়ের ত্রিমূখী সমিতি ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকায় এই সমন্বয়হীনতা সৃষ্টি হয়েছে। • বিআরডিবি'র তত্ত্বাবধানে ইউসিসিএসহ এর আওতাধীন সমিতিসমুহ গঠিত ও পরিচালিত হলেও সমিতিসমুহকে সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হতে হয় এবং সমবায় আইন অনুসরণ করতে হয় ফলশ্রুতিতে ইউসিসিএ সমিতির হিসাব-নিকাশ, ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও অডিটিং, নির্বাচনসহ অন্যান্য কাজ সমবায় অধিদপ্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে দেখা দেয় সমন্বয়হীনতা। প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব বিআরডিবি'র কিন্তু বিআরডিবি'র ভূমিকা গ্রহনে কোন সুযোগ থাকে না। • ইউআরডিও ও ইউসিসিএ'র ভূমিকা সম্পর্কে আইনগত কোন সুস্পস্ট নির্দেশনা নাই। বিশেষ করে ইউআরডিও ও ইউসিসিএ'র সভাপতির মধ্যে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক, অফিস ও সমিতি ব্যবস্থাপনা, এবং জনবল নিয়ন্ত্রন এর ক্ষেত্রে। • দ্বি-স্তর সমবায় সমিতি সরকারের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়, কিন্তু সমবায় আইনে দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির সঙ্গা ব্যতিত পরিচালনা সম্পর্কিত কোন নির্দেশনা নাই।	• নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সমস্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী। • সমবায় আইন সংশোধন ও পরিমার্জন করে ইউসিসিএ সমিতিসমূহকে বিআরডিবি'র প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় নেয়া যেতে পারে। ফলে বিআরডিবি আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। • ইউআরডিও ও ইউসিসিএ'র ভূমিকা সম্পর্কে আইনগত সুস্পস্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

৩.২.৩ অবকাঠামোগত ও অন্যান্য বিষয়ঃ

বিআরডিবি'র অধীনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো নাই। বিভাগীয় পর্যায়ে কোন কার্যালয় নাই। সকল পল্লী ভবনসমূহের জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। ভবন সমূহ, অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষণ ভবন সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়নি। জেলা ও উপজেলার অফিসকক্ষে ব্যবহৃত আসবাবপত্রগুলো ভাঙাচোরা অবস্থায় আছে।

অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানের সুপারিশ সমূহঃ

জেলা ও উপজেলার অধীন বিআরডিবি'র সকল ভবন ও অফিস কক্ষ সংস্কার করা প্রয়োজন। আধুনিক আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সরবরাহকরনের আবশ্যকতা রয়েছে। এছাড়া, বিভাগীয় অফিস স্থাপনসহ অফিস কাঠামো নির্মাণ জরুরী।

অবকাঠামো ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

যানবাহন			
	বর্তমান অবস্থা	**সমস্যা**	**সুপারিশ**
০১	বর্তমানে মাত্র ৩৬ টি জেলায় গাড়ি রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে কর্মচারীদের মোটর সাইকেল স্বল্পতা রয়েছে।	● গাড়ী না থাকা জেলাগুলো এবং উপজেলাগুলোতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ সমস্যা হচ্ছে।	● বাকি জেলাগুলোতে গাড়ির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং উপজেলা পর্যায়ে কর্মচারীদের জন্য মোটর সাইকেল প্রয়োজন। ● ৪১ টি গাড়ি চালকের পদ রয়েছে। বাকি জেলাগুলোতে গাড়ী চালকের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।
হিসাব ব্যবস্থাপনা			
০২	নির্দিষ্ট ফরম্যাটের আলোকে উপজেলা দপ্তরে হিসাব পরিচালনা ডিজিটাইজড নয়।	● বিআরডিবি কর্তৃক নির্দিষ্ট ফরম্যাটের আলোকে উপজেলা দপ্তরে হিসাব পরিচালনা না করা।	ইউসিসিএ ও সমিতি হিসাব ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ডিজিটাইজড করা প্রয়োজন।

৩.২.৪ বিআরডিবি'র কার্যালয় সমূহের মধ্যে সমন্বয়ঃ

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
০১.	উপজেলা দপ্তরের সাথে জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।	উপজেলা দপ্তরের সাথে জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের সমন্বয় আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
০২.	বিআরডিবি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের মধ্যে প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের অভাব।	বিআরডিবি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের মধ্যে প্রযুক্তিগত সমন্বয় তৈরী করা দরকার।
০৩.	বিআরডিবির কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের চাহিদা ভিত্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নেই।	বিআরডিবির কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের চাহিদা ভিত্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা পয়োজন।

৩.৩ বিআরডিবি'র বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধানঃ

ক্রমিক নং	সমস্যা	সমাধানের উপায়
০১.	পরিবর্তিত সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপরিকল্পনা না করা এবং বিআরডিবি'র নিজস্ব পরিকল্পনা না থাকা	আধুনিক কৃষিসরঞ্জামাদী সরবরাহ, উৎপাদন কৃষি/অকৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ, স্বল্পসুদে/ দ্রব্যে

ক্রমিক নং	সমস্যা	সমাধানের উপায়
		চাহিদাভিত্তিক ঋণসুবিধা প্রদানসহ সরকারী সুযোগ-সুবিধা প্রদানে নিশ্চিত করলে প্রয়োজনে সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সংগে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক চুক্তি করা যেতে পারে
০৩.	সুবিধাভোগীদের প্রদানের জন্য তাদের মত সময়োপযোগী কোন সেবা না থাকা	দ্বিস্তর সমবায়ের জন্য পৃথক ধারা/বিধিমালা সন্নিবেশ করতে হবে
০৪.	স্থায়ী কর্মচারী না থাকা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার অনিশ্চিয়তা	সমবায় আইনে ও বিধিমাল অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি চলমান মামলা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন
০৫.	সমবায় আইনে দ্বি-স্তর সমবায়ের জন্য আলাদা ধারা/বিধিমালা না থাকা	গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমবায়ীদের মথ্যে থেকে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে
০৬.	ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়ে চলমান মামলা	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ/ঋণ মওকুফ সবিধা প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধিমালা শিথিল/পৃথক পরিপত্র জারি করা।
০৭.	অসমবায়ী প্রতিনিধিত্ব	● সমিতির সভাপতি ও ম্যানেজারদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিতে সাপ্তাহিক মিটিং পূর্বের ন্যায় চালু করতে হবে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ● উদ্বুদ্ধকরন সভা আয়োজন জরুরী। ● আইনের যথাযথ প্রযোগ থাকা উচিত।
০৮.	সুবিধাভোগী সদস্যদের মধ্যে সমবায়ী চেতনার অভাব	সুদ/ঋণ মওকুফ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনি সহযোগীতা করতে হবে
০৯.	দীর্ঘদিনের অকাযকর সমিতি পূণর্গঠনে নানবিধ জটিলতা	হিসাবরক্ষণ ডিজিটালাইজড করতে হবে।
১১.	হস্তমজুদ/আত্নসাৎ, নদীভাঙ্গন/ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি, আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদি কারনে সৃষ্ট	পর্যাপ্ত ঋণ তহবিল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

ক্রমিক নং	সমস্যা	সমাধানের উপায়
	তহবিল ঘাটতি	
১২.	ঋণ ব্যবস্থাপনা সময়োপযোগী এবং চাহিদামাফিক না হওয়া	ঋণ ব্যবস্থাপনা সময়োপযোগী এবং চাহিদাভিত্তিক করা প্রয়োজন।
১৩.	বিআরডিবি'র নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়া সরকারের অন্যান্য সহায়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিআরডিবি'র অংশগ্রহন নাই	ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়নে সহায়ক সেবা কার্যক্রমসমুহ চালু না থাকার ফলে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের মাঝে উৎসাহের অভাব দেখা যায়। তাই, সেবামূলক কার্যক্রম চালু করলে মূল কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

৩.৪ বিআরডিবি'র ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

'লিংক মডেল' কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যম অর্থাৎ পল্লীর জনসাধারণকে উন্নয়নে অংশীদারকরণ, চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সেবা সমন্বয়ে অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সারা দেশে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সুন্দর এ মডেলের আওতায় গ্রামের সরু রাস্তা নির্মাণ, ইট সলিংকরণ, ছোট বক্স কালভার্ট ও ড্রেন নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি ক্ষুদ্র অবকাঠামো সুবিধাভোগী, ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়। এছাড়াও লিংক মডেলের সামগ্রিক কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে জীবিকায়ন ও পল্লী জনপদের সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে লিংক মডেল এবং আইআরডিপি এর সাফল্যকে একীভূত করে অংশীদ্বারিত্বমূলক সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমার্জিত সংস্করণ ও বাস্তবায়নকে বিআরডিবি'র অন্যতম মূল কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের দর্শনের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করতে হলে অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে সমৃদ্ধ পল্লী গঠন করতে হবে। এলক্ষ্যে বিআরডিবি ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে মৌলিক ও ভিত্তিমূলক কার্যাবলী, যেমন- বর্তমান প্রেক্ষাপটে পল্লী ও পল্লী উন্নয়নের সংজ্ঞা এবং এর পরিধি নির্বাচন, পল্লী উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, সার্বজনীন পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, জীবিকায়ন কোষ প্রণয়ন, অংশীদারিত্বমূলক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন, পল্লী উন্নয়নের ডাটাবেজ তৈরি, বিআরডিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের সাথে সর্বস্তরের সমন্বয় সাধন, ইত্যাদি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। উক্ত উদ্যোগের ফলাফলের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বমূলক ও সমন্বিত মডেল কর্মসূচি অবলম্বন করে আগামী ৯ম, ১০ম ও ১১তম পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনাতে সংগতিপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করাই হবে আগামী দিনে টেকসই উন্নত পল্লী গঠনের রোডম্যাপ। এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন খাতের গবেষকবৃন্দ এবং পল্লী উন্নয়নে অংশগ্রহণকারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সেক্টরে সম্পৃক্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওদের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে এদেশের পল্লীর জনসাধারণকে এ কর্মসূচির আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। এক্ষেত্রে বিআরডিবি মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালনে সদা প্রস্তুত রয়েছে।

সর্বোপরী, পল্লীর প্রতিটি জনগণকে অংশীদারিত্বমূলক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় এনে পল্লী উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রতিটি পল্লী উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল পল্লীতে রূপান্তরিত হবে, যার মাধ্যমে ২০৪১ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে। (সূত্রঃ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিআরডিবি ও উন্নত পল্লী উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ- মপহপরিচালক, বিআরডিবি)।

৩.৫ বিআরডিবিকে অধিদপ্তরে রুপান্তরঃ

বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড (বিআরডিবি) বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সফলতার সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকালে এটির কার্য-পরিধি স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত হলেও সময়ের সাথে সাথে এর কার্যক্রম ও কর্ম-পরিধি ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শুরুতে বোর্ড হিসেবে সুনামের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হলেও পরবর্তীতে কার্যক্রম বিস্তৃতির সাথে সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোর্ড হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, বিধায় সময়ের দাবি হিসেবে বিআরডিবিকে বোর্ড থেকে অধিদপ্তরে রুপান্তর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিআরডিবি ও এর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সংগে এফজিডি ও সাক্ষাতকারের মাধ্যমে বিআরডিবি'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে এটিকে বোর্ড থেকে অধিদপ্তরে রুপান্তর করার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে দেখা যায়।

বিআরডিবি'র কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায়, মোট ১,৭৪,৮৭৯ টি পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও প্রতি বছর প্রায় ২০০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ, যা সরকারি পর্যায়ে বিতরণকৃত মোট ঋণের প্রায় ৬৭%। এছাড়াও মোট ৫০.১২ লক্ষ জন সদস্য, যার মধ্যে ২৪.৪৩ লক্ষ জন মহিলা রয়েছে। বিআরডিবি মোট মূলধন সৃষ্টি হয়েছে ৭০৭.০৩ কোটি টাকা, যা পল্লী অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। পল্লীর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭৬.৬৪ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা বৃহত্তর পরিসরে বিআরডিবি'র সক্ষমতা নির্দেশ করে। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থায় পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র মাধ্যমে সরকারের বিপুল অবদান জনগণের নিকট এনজিও কার্যক্রম হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। অধিদপ্তর করা হলে পল্লী উন্নয়নে সরকারের অর্জন জনগণের নিকট অধিকতর দৃশ্যমান হবে। অধিদপ্তর করা হলে সরকারি নীতি-কৌশলের আলোকে মাঠ

পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয়ে মাঠ প্রশাসনের অধীনে বিআরডিবি ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

বাস্তবিকভাবে, মাঠ পর্যায়ে ঋন কর্মসূচী পরিচালনা করতে বিশেষ করে খেলাপী ঋন আদায়ের ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র আইনী সহায়তা প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রকল্পের অর্থ হওয়ার কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা পাওয়া যায় না, এমনকি আদালতের মাধ্যমেও সরকারী অর্থ আত্মসাৎ হিসেবে প্রকল্পের খেলাপী ঋনের অর্থ পূণরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। এছাড়া ব্যাংকের মতো ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থ আইনে মামলা করা যায় না। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে বিআরডিবি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সরকারের সকল কার্যক্রম প্রকল্প হিসেবে গৃহিত হয়। বিআরডিবি'র জনবল ও বেতন-ভাতাদি সংক্রান্ত জটিলতার সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আশানুরুপ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না যার ফলে বিআরডিবি'র সক্ষমতা সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরী হচ্ছে। অধিদপ্তর হলে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচীর সংগে যুক্ত হয়ে জনগনের সেবা করা যাবে ফলে জনগনের মাঝে বিআরডিবি'র ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হবে।

চলমান ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গ্রামীণ জীবিকায়ন মানচিত্রায়ন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পল্লী উন্নয়ন ডাটাবেইজ প্রণয়ন, জীবিকায়নভিত্তিক পল্লী প্রতিষ্ঠা, পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিআরডিবি-কে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ সকল নতুন চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে তৃনমূল পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিআরডিবি-কে অধিদপ্তরে রূপান্তর করা সমীচীন হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশঃ

বিআরডিবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সাথে আলোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে পূর্বের অধ্যায়ে বিআরডিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কতিপয় সুপারিশ এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হলো।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি, বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল উন্নত পল্লী গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সমিতি ব্যবস্থাপনা ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট কিছু জটিলতার কারণে বিআরডিবি'র কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে, ইউসিসিএগুলোর সাথে বাস্তবিকভাবে মাঠ পর্যায়ে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিআরডিবি'র সক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে বিআরডিবি'র ৫০তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউসিসিএগুলোকে স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে বিআরডিবিকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বার্ড ও আরিডিএ, বগুড়াকে পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যার পরিপ্রক্ষিতে, পরিচালনা পর্ষদের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিএ, বগুড়া এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে।

এই গবেষণা কার্যক্রম এর মূল উদ্দেশ্য ছিল-

সামগ্রকিভাবে বিআরডিবিকে আরও শক্তিশালীকরণের উপায় খুঁজে বের করা।

এছাড়া, সুনার্দষ্টভাবে উদ্দেশ্যে হচ্ছে নিম্নরুপঃ

১) বিআরডিবি'র এর রূপকল্প, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বর্তমান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;

২) বিআরডিবি'র সবল-দূর্বল দিক, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর কার্যক্রম ফলপ্রসু করার উপায় খুঁজে বের করা;

৩) বিআরডিবি ও স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সার্বিক সমস্যা চিহ্নিতকরন ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপায় খুঁজে বের করা।

গবেষকদল উদ্দেশ্যসমূহকে বিবেচনা করে প্রধাণ কার্যালয়, জেলা, ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের ১৬১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং অংশীজনদের সংগে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ভিত্তিক সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন, তা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হ'ল।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই বিআরডিবি সুনির্দিষ্ট রুপকল্প অর্জনে তথা সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কৃষক সমবায় সমিতি, প্রাথমিক সমবায় সমিতিসহ মোট সমিতি/দলের ৫৫% সমিতির প্রতিনিধিত্ব করে বিআরডিবি। এছাড়াও এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি মোট ১১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী সম্পন্ন করেছে এবং পল্লী অঞ্চলে প্রতিবছর প্রায় ২০০০ কোটি টাকা ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে, যা বিআরডিবি'র সক্ষমতার নির্দেশক। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমানে চলমান প্রকল্প বা কার্যক্রমের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ঋণ নির্ভর হওয়ার কারণে উন্নত পল্লী গঠনের রুপকল্প কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে একে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বিআরডিবি বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ নির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে, যা ভিশন-মিশন এর ক্ষুদ্র অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। এজন্য পল্লীর উন্নয়নে বাস্তবতার নীরিখে যুগোপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আইন, ভিশন/মিশনের সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন সুপারিশ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
ব্যবস্থাপনা ও আইন		
০১	• ইউসিসিএ ও বিআরডিবি'র প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাসহ যৌথ কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা রয়েছে। • ইউআরডিও ও ইউসিসিএ সভাপতির দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলমান। • বিআরডিবি'র তত্ত্বাবধানে ইউসিসিএসহ এর আওতাধীন সমিতিসমুহ গঠিত ও পরিচালিত হলেও সমিতিসমুহকে সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হতে হয় এবং সমবায় আইন অনুসরণ করতে হয় ফলশ্রুতিতে ইউসিসিএ সমিতির হিসাব-নিকাশ, ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও অডিটিং, নির্বাচনসহ অন্যান্য কাজ সমবায় অধিদপ্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে দেখা দেয় সমন্বয়হীনতা। ফলে, প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব বিআরডিবি'র, কিন্তু বিআরডিবির কোন ভূমিকা গ্রহনে সুযোগ না থাকা।	• নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সমস্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী। • সমবায় আইন সংশোধন ও পরিমার্জন করে ইউসিসিএ সমিতিসমূহকে বিআরডিবি'র প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় নেয়া যেতে পারে। ফলে বিআরডিবি আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। • ইউআরডিও ও ইউসিসিএ'র ভূমিকা সম্পর্কে আইনগত সুস্পস্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা		
০২	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহে বা বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। এসব ক্ষেত্রে সমিতি ও হিসাব পরিচালনা, বিভিন্ন হারে ঋণ বিতরনের নিয়ম রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের ঋণের সার্ভিস চার্জ থাকার ফলে উপকারভোগীদের মাঝে দ্বিধা ও অবিশ্বাস তৈরী হয়।	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং সমস্ত সমাপ্ত প্রকল্প বা কর্মসূচিকে একীভূত করে একই নীতিমালা তৈরী করা প্রয়োজন এবং সেই নীতিমালার আলোকে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত বলে প্রতীয়মান হয়।

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
০৩	সরকার ঘোষিত ঋণের সেবা মূল্য "এক অংকে" নির্ধারণ এবং একক ঋণ পদ্ধতি চালু করা হয় নি। দীর্ঘদিনের খেলাপি ঋণ গ্রহীতা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারেন না।	দ্রুত এক অংকের সেবা মূল্যসহ সব প্রকল্প/কর্মসূচীতে একক পদ্ধতি চালু হওয়া প্রয়োজন।
০৪	হিসাব ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালী করা হয়।	হিসাব ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজড করা পয়োজন।
০৫	এনজিও বা অন্য সংস্থা উপকারভোগীদের কাছ থেকে শুধুমাত্র অল্প কিছু কাগজপত্র নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু বিআরডিবি অনেকগুলো কাগজপত্র নিয়েও ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার বেশি ঋণ সহায়তা দিতে পারে না। আবার কোন কোন সময় ঋণ প্রদানে সময়ও বেশী লেগে যায়।	ঋণ সিলিং এর বৃদ্ধি এবং সময়মত সেবাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
জনবল		
০৬	বিআরডিবি'র রাজস্ব অংশে মোট জনবলের ৪৬.৫% এবং প্রকল্পগুলোতে ২১.৫% ঘাটতি রয়েছে, যা বোর্ডের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের অন্তরায়।	দ্রুত শূণ্যপদে জনবল নিয়োগ জরুরী।
০৭	বিভাগীয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে রাজস্ব বাজেট ভূক্ত জনবল নাই। বিভাগীয় ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য কোন অফিস নাই। সব জেলাগুলোতে অতিরিক্ত উপ-পরিচালক/সিনিয়র সহকারী পরিচালক নাই।	কার্যক্রম ব্যপকতার কারনে যৌক্তিক নূতন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও রাজস্ব অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব প্রেরনের ব্যবস্থা নেয়া প্যেতে পারে।
০৮	দীর্ঘদিন প্রকল্পে নিযোজিত কর্মচারীদের চাকুরী অস্থায়ী। তাদের কাজে স্পৃহা কমে যাচ্ছে।	রাজস্ব খাতে কর্মচারীবৃন্দ আত্বিকরনের অনুরোধ জানিয়েছেন।
০৯	ইউসিসিএতে স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অন্যত্র বদলীর ব্যবস্থা না থাকা।	স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বদলীর ব্যবস্থা থাকা প্লয়োজন। এত কাজে গতি বৃদ্ধি পাবে।
১০	জনবল দক্ষতার অভাব রয়েছে।	নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। বিভিন্ন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৪ মাস হওয়া পয়োজন।
অন্যান্য বিষয়		
১১.	বিআরডিবির কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের চাহিদা ভিত্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নেই।	বিআরডিবির কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের চাহিদা ভিত্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা পয়োজন।
১২.	কমিটিতে অসমবায়ী প্রতিনিধিত্ব	প্রকৃত সমবায়ীদের প্রতিনিধিত্বে আনার

ক্রমিক নং	সমস্যা	সুপারিশ
		উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
১৩.	বিআরডিবি'র নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়া সরকারের অন্যান্য সহায়ক কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিআরডিবি'র অংশগ্রহন নাই।	ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়নে সরকারের সহায়ক সেবা কার্যক্রমসমুহ (সেফটি নেট, অন্যান্য) চালু না থাকার ফলে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের মাঝে উৎসাহের অভাব দেখা যায়। তাই, সেবামূলক কার্যক্রমে বিআরডিবি'র জনবলকে সম্পৃক্ত করলে মূল কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের দর্শনের আলোকে অনেক প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও তৃলমূল পর্যায়ে বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে বহুগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, একই ধরনের কাজ একই এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করছে, ফলে একদিকে যেমন মূল্যবান সম্পদের অপচয় হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি সমন্বয়হীনতার কারণে কর্ম সম্পাদনে বিলম্ব হচ্ছে। তাই এই সেক্টরে একটি প্রতিষ্ঠানকে সরকারীভাবে সমন্বয়কের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিআরডিবি মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালনে সদা প্রস্তুত রয়েছে বলে কর্মীগণ মনে করেন।

মোট কথা, পল্লীর প্রতিটি জনগণকে অংশীদারিত্বমূলক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় এনে পল্লী উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রতিটি পল্লী উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল পল্লীতে রূপান্তরিত হবে, যার মাধ্যমে ২০৪১ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমূক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে বিআরডিবি'র কার্য-পরিধি স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত হলেও সময়ের সাথে সাথে এর কার্যক্রম ও কর্ম-পরিধি ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বোর্ড হিসেবে এর যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে কার্যক্রম বিস্তৃতির বিআরডিবিকে বোর্ড থেকে অধিদপ্তরে রুপান্তর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ব্যপক ঋণ বিতরণ, বিপুল সংখ্যক উপকারভোগী প্রশিক্ষিতকরণসহ পল্লীর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অধিদপ্তর করা হলে সরকারি নীতি-কৌশলের আলোকে মাঠ পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয়ে মাঠ প্রশাসনের অধীনে বিআরডিবি ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে এবং সরকারের অর্জন জনগণের নিকট অধিকতর দৃশ্যমান হবে বলে আশা করা যায়। অধিদপ্তর করা হলে মাঠ পর্যায়ে খেলাপী ঋন আদায়ের ক্ষেত্রে

বিআরডিবি'র আইনী সহায়তা পাওয়া, সরকারী অর্থ পূণরুদ্ধার হওয়া, বোর্ড হিসেবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা পাওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে প্রতিয়মান হয়।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. *O'Sullivan, Arthur (২০০৩)। Economics: Principles in action। Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall। পৃষ্ঠা 202। আইএসবিএন 0-13-063085-3।* অজানা প্যারামিটার |coauthors= উপেক্ষা করা হয়েছে (|author= ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য)

২. Statement on the Cooperative Identity. ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে *International Cooperative Alliance.*

৩. *"Statement on the Cooperative Identity"। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৫ জানুয়ারি ২০১১।*

৪. *"Statement on the Cooperative Identity"। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৫ জানুয়ারি ২০১১।*

৫. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=876&sections_id=26947

৬. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detail.php?id=957&sections_id=29365

সংযুক্তিঃ

সংযুক্তিঃ ০১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর রাজস্ব বাজেটে আওতায় ১৩২২৫টি নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা	সর্বমোট পদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১	অতিরিক্ত মহাপরিচালক গ্রেড-২, ৬৬০০০-৭৬৪৯০/-	০	১	১	সদর কার্যালয় ১টি।
০২	পরিচালক গ্রেড-৩, ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-	৬	১১	১৭	সদর কার্যালয়ে পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন) নামে ১টি, ৮টি বিভাগীয় অফিসের জন্য ৮টি, টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (টিডব্লিউডিটিআই) এ ১টি এবং নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনআরডিটিআই) এ ১টিপরিচালকের (৩য় গ্রেড) মোট ১১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৩	যুগ্মপরিচালক/সিনিয়র অনুদেষ্টা গ্রেড-৫, ৪৩০০০-৬৯৮৫০/-	১০	১৯	২৯	সদর কার্যালয়ে যুগ্মপরিচালক (পরিকল্পনা) নামে ১টি,৮টি বিভাগীয় অফিসের জন্য ১৬টি, টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (টিডব্লিউডিটিআই) এ ১টি এবং নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনআরডিটিআই) এ ১টি মোট ১৯টি (৫ম গ্রেড) যুগ্মপরিচালকের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৪	উপপরিচালক/অনুদেষ্টা গ্রেড-৬, ৩৫৫০০-৬৭০১০/-	৯২	২৬	১১৮	৮টি বিভাগীয় অফিসের জন্য ১৬টি, বিআরডিটিআই, সিলেটের জন্য ২টি, টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (টিডব্লিউডিটিআই) এ ৩টি এবং নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এনআরডিটিআই) এ ৩টি উপপরিচালক (৬ষ্ঠ গ্রেড) পদ এবং সদর কার্যালয়ে উপপরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা) নামে ১টি ও উপপরিচালক (মহাপরিচালকের একান্ত সচিব) নামে ১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৫	আইন কর্মকর্তা গ্রেড-৬, ৩৫৫০০-৬৭০১০/-	০	১	১	বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ে ১টি।
০৬	উপ প্রকল্প পরিচালক/ডিপিডি গ্রেড-৮, ২৩০০০-৫৫৪৭০/-	৩০	৩৪	৬৪	৩৪টি জেলায় ৩৪টি উপ প্রকল্প পরিচালক এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৭	মেডিকেল অফিসার গ্রেড-৬, ৩৫৫০০-৬৭০১০/-	০	২	২	বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ে ১টি ও বিআরডিটিআই, সিলেট এ ১টি মোট ২টি।
০৮	সহকারী পরিচালক(এডি) গ্রেড-৯, ২২০০০-৫৩০৬০/-	৩৯	১১৪	১৫৩	সদর কার্যালয়ে ৭টি, ৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ৩২টি, বিআরডিটিআই, সিলেট এ ১১টি ও ৬৪টি জেলা দপ্তরের জন্য ৬৪টি মোট ১১৪টি ৯ম গ্রেডের সহকারী পরিচালকের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা	সর্বমোট পদ সংখ্যা	মন্তব্য
০৯	লাইব্রেরীয়ান গ্রেড-৯, ২২০০০-৫৩০৬০/-	২	২	৪	এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -১টি মোট ২টি প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরীয়ানের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১০	আর্টিষ্ট গ্রেড-৯, ২২০০০-৫৩০৬০/-	২	২	৪	এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -১টি মোট ২টি প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্ট এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১১	মার্কেটিং অফিসার গ্রেড-৯, ২২০০০-৫৩০৬০/-	০	৬৪	৬৪	৬৪টি জেলায় ৬৪টি মার্কেটিং অফিসার এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
	মহাপরিচালক	১	০	১	
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৪৯৪	০	৪৯৪	
	ম্যানেজার	১	০	১	
	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১	
	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১	
		৪৯৮		-	
	১ম শ্রেণী মোট	১৮১	২৭৬		-
		৬৭৯		৯৫৫	
১২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা(বহুমুখী কর্মসূচি) গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	০	৪৯৪	৪৯৪	সকল কর্মসূচিগুলোকে একীভুত আকারে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৪৯৪টি উপজেলায় ৪৯৪টি 'বহুমুখী কর্মসূচি' নামে ৪৯৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৩	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা(মহিলা) গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	৯৫	৩৯৯	৪৯৪	৩৯৯টি উপজেলা দপ্তরের জন্য।
১৪	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা(প্রশিক্ষণ) গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	০	৪৯৪	৪৯৪	৪৯৪টি উপজেলা দপ্তরের জন্য।
১৫	গবেষণা সহকারী গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	১	২	৩	এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইলএ -১টি মোট ২টি ২য় শ্রেণীর গবেষণা সহকারী এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৬	প্রশাসনিক কাম হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	১	২	৩	এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -১টি মোট ২টি ২য় শ্রেণীর প্রশাসনিক কাম হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৭	ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষক গ্রেড-১০, ১৬০০০-	০	৬	৬	বিআরডিটিআই, সিলেট এ ৬টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা	সর্বমোট পদ সংখ্যা	মন্তব্য
	৩৮৬৪০/-				
১৮	উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	৫	১৭	২২	৮টি বিভাগে ১৬টি উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর পদ ও বিআরডিটিআই, সিলেট এ ১টি মোট ১৭টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৯	উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	০	১	১	বিআরডিটিআই, সিলেট এ ১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২০	ক্যামেরাম্যান গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	১	১	২	বিআরডিটিআই, সিলেট এ ১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২১	অভ্যর্থনাকারী গ্রেড-১০, ১৬০০০-৩৮৬৪০/-	০	২	২	সদর কার্যালয়ে ২টি।
	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫১২	০	৫১২	
	গবেষণা কর্মকর্তা	৬	০	৬	
	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১	
		৫১৯			
	২য় শ্রেণী মোট	১০৩	১৪১৮		
		৬২২		২০৪০	
২২	হিসাব রক্ষক গ্রেড-১১, ১২৫০০-৩০২৩০/-	৬৪৪	১৩+৪১৫=৪২৮	১০৭২	৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৮টি পদ,সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (মহিলা) এর অধীনে হিসাব শাখার কাজ দেখার জন্য ৪১৫টি, সদর কার্যালয়ে পেনশন/হিসাব শাখায় ৪টি এবং প্রস্তাবিত (এনআরডিটিআই) নোয়াখালী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি পদ মোট ৪২৮ টি
২৩	অডিটর	৮	১৬	২৪	৮টি বিভাগীয় দপ্তরে ১৬টি অডিটরের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৪	ষাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর গ্রেড-১৩, ১১০০০-২৬৫৯০/-	১২	৩৬	৪৮	৮টি বিভাগীয় দপ্তরে-২৪টি,অতিরিক্ত মহাপরিচালক এর দপ্তরে-১টি, পরিচালক (প্রকল্প ও কর্মসূচী) এর দপ্তরে-৩টি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এ-১টি, পরিচালক(এনআরডিটিআই), নোয়াখালী এর দপ্তরে-২টি, পরিচালক(টিডব্লিউডিটিআই) দপ্তরে-২টি, বিআরডিটিআই, সিলেট এ-২টি এবং সদর দপ্তরেযুগ্মপরিচালক (পরিকল্পনা) এর দপ্তরে-১টি মোট ৩৬টি।
২৫	উচ্চমান সহকারী (ইউডিএ) গ্রেড-১৩, ১১০০০-২৬৫৯০/-	২৮	৮০	১০৮	৮টি বিভাগীয় দপ্তরে ৮টি, সদর দপ্তরে ৫ জন সহকারী পরিচালকের ৫টি ও আইন কর্মকর্তার সাথে ১টি, ৬৪টি জেলা দপ্তরে

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা	সর্বমোট পদ সংখ্যা	মন্তব্য
					৬৪টি, পরিচালক(এনআরডিটিআই), নোয়াখালী এর দপ্তরে-১টি, পরিচালক (টিডব্লিউডিটিআই) দপ্তরে-১টিমোট ৮০টি।
২৬	হিসাব সহকারী গ্রেড-১৩, ১১০০০-২৬৫৯০/-	৪২	৫২৬	৫৬৮	৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৮টি, সকল কর্মসূচিগুলো একীভুত আকারে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৪৯৪টি উপজেলায় ৪৯৪টি হিসাব সহকারীর পদ, ২৩টি জেলার জন্য ২৩টি পদ এবং বিআরডিটিআই, সিলেট এর জন্য-১টি মোট ৫২৬টি।
২৭	ক্যাশিয়ার গ্রেড-১৩, ১১০০০-২৬৫৯০/-	২	২	৪	এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -১টি মোট ২টি ক্যাশিয়ারএর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড-১৩, ১১০০০-২৬৫৯০/-	৬	১	৭	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি।
২৯	হোস্টেল সুপার গ্রেড-১৩, ১১০০০-২৬৫৯০/-	২	১	৩	এনআরডিটিআই, নোয়াখালীতে ৩য় শ্রেণীর ১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩০	অডিও ভিজুয়্যাল সহকারী গ্রেড-১৩, ১১০০০-২৬৫৯০/-	০	১	১	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি।
৩১	ইমাম গ্রেড-১৩, ১১০০০-২৬৫৯০/-	০	২	২	পল্লী কানন জামে মসজিদে-১টি ও বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি মোট ২টি পদ।
৩২	মাঠ সংগঠক গ্রেড-১৪, ১০২০০-২৪৬৮০/-	৪০০	৪৫৫৩+৪১৫৩ =৮৭০৬	৯১০৬	কর্মসূচিগুলোকে একীভুত আকারে বাস্তবায়নের জন্য ৪৫৫৩টি ইউনিয়নের জন্য ৪৫৫৩+৪১৫৩= ৮৭০৬ টি মাঠ সংগঠনিক পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩৩	ষাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর গ্রেড-১৪, ১০২০০-২৪৬৮০/-	১৪	৬	২০	সদর দপ্তরের উপপরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা)-১টি, উপপরিচালক (পরিদর্শন)-১টি, উপপরিচালক (বাজারজাতকরণ)-১টি, উপপরিচালক (সেচ)-১টি, উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)-১টি, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)-১টিমোট ৬টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩৪	ষ্টোরকিপার গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	২	২	৪	এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -১টি মোট ২টি স্টোরকিপার এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	৭৯	৫৩৭	৬১৬	প্রস্তাবিত ৮টি বিভাগীয় দপ্তরে-৩২টি, সদর কার্যালয়ে ৬টি, ৪৯৪টি উপজেলা কার্যালয়ের জন্য ৪৯৪টি, বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি, এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-২টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -২টি সর্বমোট ৫৩৭টি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা	সর্বমোট পদ সংখ্যা	মন্তব্য
৩৬	ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	১	২	৩	এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -১টি মোট ২টি ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩৭	সেন্ট্রাল এসি জেনারেটর অপারেটর-কাম-ইলেক্ট্রিশিয়ান গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	০	১	১	বিআরডিটিআই, সিলেট এ ১টি।
৩৮	লাইটিং ও সাউন্ড সিস্টেম অপারেটর গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	০	১	১	বিআরডিটিআই, সিলেট এ ১টি।
৩৯	ইলেক্ট্রিশিয়ান গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	২	৪	৬	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-২টি, এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -১টি মোট ৪টি ইলেক্ট্রিশিয়ান এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪০	পাম্প ড্রাইভার গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	১	৪	৫	ভোলা সেচ প্রকল্প এ-১টি, বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি, এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ -১টি মোট ৪টি।
৪১	ড্রাইভার গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	৫০	৭১	১২১	২৮টি জেলা দপ্তরের জন্য ২৮টি, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরের জন্য-২৪টি, সদর কার্যালয়ে ১২টি, গাড়ীচালক এর পদ, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরে ১৬টি, বিআরডিটিআই, সিলেটএ-২টিএবং এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-৩ ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইলে-২ টিসহ মোট ৭১টি।
৪২	মুয়াজ্জিন গ্রেড-১৬, ৯৩০০-২২৪৯০/-	০	২	২	পল্লী কানন জামে মসজিদে-১টি ও বিআরডিটিআই, সিলেটে-১টি মোট ২টি পদ।
	লাইবেরি সহকারী	১	০	১	
	প্রধান প্রশিক্ষক	১	০	১	
	প্রশিক্ষক	২	০	২	
	কেয়ারটেকার	২	০	২	
	সাউণ্ড টেনিশিয়ান	১	০	১	
	ড্রাফস ম্যান	২	০	২	
	প্রুফ রিডার	১	০	১	
	অফসেট প্রিন্টিং অপারেটর	১	০	১	
	ক্যাশ সরকার	১	০	১	
	টেলিফোন অপারেটর	৩	০	৩	
	স্ক্রিনপ্রিন্ট সহকারী	১	০	১	

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা	সর্বমোট পদ সংখ্যা	মন্তব্য
	পাম্প অপারেটর	১	০	১	
	সহকারী আর্টিষ্ট	১	০	১	
	গবেষণা অনুসন্ধানকারী/পরিসংখ্যান সহকারী	৫	০	৫	
		২৩			
	৩য় শ্রেণী মোট	১২৯৩	১০৪২৯	১১৭৪৫	
		১৩১৩			
৪৩	সহকারী হোস্টেল সুপার গ্রেড-১৭, ৯০০০-২১৮০০/-	০	২	২	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-২টি।
৪৪	সহকারী ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার গ্রেড-১৯, ৮৫০০-২০৫৭০/-	০	১	১	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি।
৪৫	সেলসম্যান গ্রেড-১৯, ৮৫০০-২০৫৭০/-	০	১	১	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি।
৪৬	ক্যাটালগার গ্রেড-১৯, ৮৫০০-২০৫৭০/-	০	১	১	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি।
৪৭	ফটোকপি মেশিন অপারেটর গ্রেড-১৮, ৮৮০০-২১৩১০/-	২	১১	১৩	৮টি বিভাগীয় দপ্তরে ৮টি, বিআরডিটিআই, সিলেটএ-১টিএবং এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১ ও টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইলে-১ টিসহ মোট ১১টি।
৪৮	হোস্টেল এটেনডেন্ট গ্রেড-১৯, ৮৫০০-২০৫৭০/-	০	১০	১০	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১০টি।
৪৯	ক্লাসরুম এটেনডেন্ট গ্রেড-১৯, ৮৫০০-২০৫৭০/-	০	৬	৬	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-০৬টি।
৫০	লাইব্রেরী এটেনডেন্ট গ্রেড-১৯, ৮৫০০-২০৫৭০/-	০	২	২	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-২টি।
৫১	প্রধান বাবুর্চি গ্রেড-১৯, ৮৫০০-২০৫৭০/-	১	১	২	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-১টি।
৫২	সহকারী বাবুর্চি গ্রেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-	১	৩	৪	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-৩টি।
৫৩	টেবিল বয় গ্রেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-	০	৮	৮	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-৮টি।
৫৪	মশালচি গ্রেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-	০	৩	৩	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-৩টি।
৫৫	এমএলএসএস/অফিস সহায়ক গ্রেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-	২২৭+৪৭৯ (আউটসোর্সিং) =৭০৬	১০০+৪০৮ =৫০৮	১২১৪	সদর কার্যালয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক-২টি, পরিচালক (মহিলা উন্নয়ন ও দারিদ্রবিমোচন)-১টি, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরে ৭২, উপজেলা দপ্তরের জন্য ১৫+৩৯৩=৪০৮টি, সদর দপ্তরে প্রস্তাবিত সহকারী পরিচালক (যানবাহন)-১টি, সহকারী পরিচালক (এস্টেট)-১টি, সহকারী পরিচালক (পেনশন/প্রশাসন)-

ক্রঃ নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা	সর্বমোট পদ সংখ্যা	মন্তব্য
					১টি, সহকারী পরিচালক (গোপনীয়)-১টি, সহকারী পরিচালক (শৃঙ্খলা)-১টি, সহকারী পরিচালক (পেনশন/হিসাব)-২টি, আইন কর্মকর্তা-২টি, মেডিকেল অফিসার-১টি, প্রস্তাবিত এনআরডিটিআই, নোয়াখালী এ-৬টি, প্রস্তাবিত টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইল এ-০৬টি, যুগ্মপরিচালক (পরিকল্পনা)-১টি, উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)-১টি ও উপপরিচালক (নির্মাণ)-১টি মোট ৫০৮টি।
৫৬	দারোয়ান/নিরাপত্তা প্রহরী গ্রেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-	৬৩+৭ (আউটসোর্সিং) =৭০	৫১৭	৫৮৭	৮টি বিভাগীয় দপ্তরের জন্য ৮টি, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে-৪৯৪টি, বিআরডিটিআই, সিলেট-৮টি, পল্লী কানন আবাসিক এলাকায়-৪টি, প্রস্তাবিত এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-১টি ও প্রস্তাবিত টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইলে-১টি এবং ভোলা সেচ প্রকল্পে-১টি মোট ৫১৭টি।
৫৭	লিফটম্যান গ্রেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-	০	৪	৪	সদর কার্যালয়ে ৪টি।
৫৮	সুইপার গ্রেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-	০	২১	২১	সদর কার্যালয়ে ৩টি, পল্লী কানন উত্তরায়-৪টি, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরে-৮টি, বিআরডিটিআই, সিলেট-২টি, প্রস্তাবিত এনআরডিটিআই, নোয়াখালী-২টি ও প্রস্তাবিত টিডব্লিউডিটিআই, টাঙ্গাইলে-২টি মোট ২১টি
৫৯	মালী কাম ঝাড়ুদার গ্রেড-২০, ৮২৫০-২০০১০/-	০	৩	৩	বিআরডিটিআই, সিলেট এ-৩টি।
	ডার্করুম সহকারী	১	০	১	
	দপ্তরী	১	০	১	
	অফিস সহায়ক	৭	০	৭	
	নৈশ পহরী	১	০	১	
		১০			
	৪র্থ শ্রেণী মোট	৭৮০	১১০২		-
		৭৯২		১৮৯২	
		৬৪০৭			
	সর্বমোট	৩৪০৬	১৩,২২৫	১৬,৬৩২	-

সংযুক্তিঃ ০২: বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের জন্য ৩০৪ টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম, গ্রেড ও বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	প্রস্তাবিত পদের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	পরিচালক (গ্রেড-৩) ৫৬৫০০-৭৪৪০০	০৮	৮টি বিভাগের জন্য ৮টি পরিচালকের মোট ০৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০২	যুগ্মপরিচালক (গ্রেড-৫) ৪৩০০০-৬৯৮৫০	১৬	০৮টি বিভাগের জন্য ১৬টি যুগ্মপরিচালকের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৩	উপপরিচালক (গ্রেড-৬) ৩৫৫০০-৬৭০১০	১৬	০৮টি বিভাগের জন্য ১৬টি উপপরিচালক/ অনুদেষ্টার পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৪	সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৯) ২২০০০-৫৩০৬০	৩২	০৮টি বিভাগের জন্য ৩২টি সহাকারী পরিচালকের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৫	উপসহকারী প্রকৌশলী (গ্রেড--) ১৬০০০-৩৮৬৪০	১৬	০৮টি বিভাগের জন্য ১৬টি উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৬	হিসাব রক্ষক (গ্রেড--) ১২৫০০-৩০২৩০	০৮	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ০৮টি হিসাবরক্ষক পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৭	অডিটর (গ্রেড--) ১১০০০-২৬৫৯০	১৬	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ০৮টি অডিটর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৮	ষাঁটলিপিকার কাম স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড--) ১১০০০-২৬৫৯০	২৪	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৯	উচ্চমান সহকারী (ইউডিএ) (গ্রেড--) ১১০০০-২৬৫৯০	০৮	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ০৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১০	হিসাব সহকারী (গ্রেড--) ১১০০০-২৬৫৯০	০৮	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ০৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১১	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড--) ৯৩০০-২২৪৯০	৩২	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৩২টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১২	ড্রাইভার (গ্রেড--) ৯৩০০-২২৪৯০	২৪	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৩	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর (গ্রেড--) ৮৮০০-২১৩১০	০৮	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ০৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৪	এমএলএসএস/অফিস সহায়ক (গ্রেড--) ৮২৫০-২০০১০	৭২	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ৭২টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৫	দারোয়ান/নৈশ প্রহরী (গ্রেড--) ৮২৫০-২০০১০	০৮	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ০৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৬	সুইপার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী (গ্রেড--) ৮২৫০-২০০১০	০৮	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ০৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
সর্বমোট		**৩০৪**	০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ১৬ ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩০৪ টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিটি বিভাগে পদ সৃজনের প্রস্তাব

ক্র.নং	পদবি ও গ্রেড	পদ সংখ্যা	মন্তব্য
০১	পরিচালক (৩য় গ্রেড, ৫৬৫০০-৭৪৪০০)	০১	
০২	যুগ্মপরিচালক (৫ম গ্রেড, ৪৩০০০-৬৯৮৫০)	০২	
০৩	উপপরিচালক (৬ষ্ঠ গ্রেড,৩৫৫০০-৬৭০১০)	০২	
০৪	সহকারী পরিচালক (৯ম গ্রেড, ২২০০০-৫৩০৬০)	০৪	
০৫	উপসহকারী প্রকৌশলী (১০ম গ্রেড, ১৬০০০-৩৮৬৪০)	০২	
০৬	হিসাব রক্ষক (১১ গ্রেড, ১২৫০০-৩০২৩০)	০১	
০৭	অডিটর (১৩ গ্রেড, ১১০০০-২৬৫৯০)	০২	
০৯	উচ্চমান সহকারী (১৩ গ্রেড, ১১০০০-২৬৫৯০)	০১	
১০	হিসাব সহকারী (১৩ গ্রেড, ১১০০০-২৬৫৯০)	০১	
১১	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (১৬ গ্রেড,৯৩০০-২২৪৯০)	০৪	
১২	ড্রাইভার (১৬ গ্রেড,৯৩০০-২২৪৯০)	০৩	
১৩	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর (১৮ গ্রেড, ৮৮০০-২১৩১০)	০১	
১৪	এমএলএসএস/অফিস সহায়ক (২০ গ্রেড, ৮২৫০-২০০১০)	০৯	
১৫	দাড়োয়ান/নৈশ প্রহরী (২০ গ্রেড, ৮২৫০-২০০১০)	০১	
১৬	সুইপার/পরিচ্ছন্নতা কর্মী (২০ গ্রেড, ৮২৫০-২০০১০)	০১	
	সর্বমোট	৩৮	৮ বিভাগে সর্বমোট ৩০৪টি পদ

সংযুক্তিঃ ০৩
পল্লী উন্নয়ন একাডমৌ, বগুড়া
বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের
ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর উপস্থিতি তালিকা
তারখিঃ ২২-০৪-২০২১
(রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধিদের সাথে জুম মিটিং)

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম	পদবী	জেলা/উপজেলার নাম	স্বাক্ষর
১.	জনাব আব্দুল কাদের	যগ্ম-পরিচালক (এক্সটেশন)	বিআরডিবি, প্রধান কার্যালয়	
২.	জনাব সাজেদুল ইসলাম	উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন)	বিআরডিবি, প্রধান কার্যালয়	
৩.	জনাব আক্কাস আলী	উপ-পরিচালক (বিশেষ প্রকল্প)	বিআরডিবি, প্রধান কার্যালয়	
৪.	জনাব সুমন	উপ-পরিচালক	বগুড়া	
৫.	জনাব বকুল চন্দ্র ০১৫৫৮৬০৪৫৩৪	উপ-পরিচালক	জয়পুরহাট	
৬.	জনাব গোপাল চন্দ্র ০১৭১৪৮২৭৯১৯	উপ-পরিচালক	নাটোর	
৭.	জনাব জাকিরুল ইসলাম ০১৭১২৯৯৬৯৭৩	উপ-পরিচালক	চাপাই নবাবগঞ্জ	
৮.	জনাব জিহাদ খান ০১৭১৬৫৪২০৪৭	উপ-পরিচালক	সিরাজগঞ্জ	
৯.	জনাব জহুরুল ইসলাম ০১৭১৮৫৩২৬১৩	উপ-পরিচালক	পাবনা	
১০.	জনাব মিজানুর রহমান ০১৭১৮৫৩২৬১৩	উপ-পরিচালক	রাজশাহী	

সংযুক্তিঃ ০৪.

পল্লী উন্নয়ন একাডমৌ, বগুড়া

বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর উপস্থিতি তালিকা

তারখিঃ ২৭-০৪-২০২১

(জেলা/ উপজেলার ইউআরডিও, এআরডিও প্রতিনিধিদের সাথে জুম মিটিং)

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম	পদবী	জেলা/উপজেলার নাম	স্বাক্ষর
১.	জনাব মিজানুর রহমান ০১৭১৮৫৩২৬১৩	উপ-পরিচালক	রাজশাহী	
২.	জনাব মোঃ মশিউর রহমান ০১৭১৭৬৪৭৩৬৬	**ইউআরডিও**	দূর্গাপুর, রাজশাহী	
৩.	জনাব মোঃ শাহিন আকতার ০১৭২২১৮৬৫৮৯	**এআরডিও**	দূর্গাপুর, রাজশাহী	
৪.	জনাব গৌতম কুমার ০১৭২৪১১৩৩৭০	**ইউআরডিও**	চারঘাট,রাজশাহী।	
৫.	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম ০১৭২৪৬৭০০৮১	**এআরডিও**	চারঘাট, রাজশাহী।	
৬.	মোছা: জেবানুর রহমান ০১৭২১৭৯৮৬৩০	**ইউআরডিও**	মোহনপুর, রাজশাহী	
৭.	জনাব মো ওমর ফারুক (অঃদাঃ) ০১৭১৫২৮৪৪২৬	**ইউআরডিও**	তানোর, রাজশাহী	
৮.	জনাব মোঃ তানজিরুল ইসলাম ০১৭১৯৪৭৫৯৫১	**এআরডিও**	তানোর, রাজশাহী	
৯.	জনাব মোঃ ইমরান আলী ০১৭২২১৮৬৫৮৯	**ইউআরডিও**	বাঘা, রাজশাহী	
১০.	জনাব মোঃ সবুজ আলী	**এআরডিও**	বাঘা, রাজশাহী।	
১১.	জনাব মোঃ রাইসুল ইসলাম ০১৭১৬৮৩৪৭৩৫	**ইউআরডিও**	গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	
১২.	জনাব মোঃ ওমর ফারুক ০১৯১১৬১৯১৫১	**এআরডিও**	গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	
১৩	জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন মৃধা ০১৭৪৫৬২৭০৩৩	**এআরডিও**	পবা, রাজশাহী।	
১৪.	জনাব শামসুন্নাহার ০১৭৪৫৭৪১৩০৮	**এআরডিও**	পবা, রাজশাহী।	
১৫.	জনাব কে এম গোলাম মোস্তফা ০১৭৫৫০৩১০৯৮	**ইউআরডিও**	পুঠিয়া, রাজশাহী	

সংযুক্তিঃ ০৫.

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
বিআরডিবি শক্তিশালীকরণ শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের
ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর উপস্থিতি তালিকা
তারিখঃ ২৮-০৯-২০২০
স্থানঃ বিআরডিবি উপ-পরিচালকের কার্যালয়, বগুড়া

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম	পদবী	জেলা/উপজেলার নাম	স্বাক্ষর
০১	মোঃ মিজানুর রহমান	ইউআরডিও	বগুড়া সদর,বগুড়া	
০২	মোঃ আব্দুর আউয়াল	ইউআরডিও	শেরপুর,বগুড়া	
০৩	মোঃ কাবিল উদ্দিন	ইউআরডিও	সারিয়াকান্দি,বগুড়া	
০৪	মোঃ আশরাফুল আলম	ইউআরডিও	শিবগঞ্জ,বগুড়া	
০৫	মোঃ আল মামুন	ইউআরডিও	গাবতলী,বগুড়া	
০৬	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	ইউআরডিও	দুপচাঁচিয়া,বগুড়া	
০৭	লিপিকা রাণী বসুনিয়া	ইউআরডিও	সোনাতলা,বগুড়া	
০৮	মোঃ ফরহাদুল ইসলাম	ইউআরডিও	কাহালু,বগুড়া	
০৯	মোঃ শাহ আলম	ইউআরডিও	নন্দীগ্রাম,বগুড়া	
১০	মোঃ রেজাউল করিম	ইউআরডিও	আদমদিঘী,বগুড়া	
১১	মোঃ ইয়াছিন আলী	ইউআরডিও	শাজাহানপুর,বগুড়া	
১২	মোঃ শফিকুল ইসলাম	ইউআরডিও	ধুনট,বগুড়া	
১৩	মোঃ হাসেম আলী	এআরডিও	শাজাহানপুর,বগুড়া	
১৪	মোঃ মকবুল হোসেন	এআরডিও	বগুড়াসদর,বগুড়া	
১৫	মোঃ পলাশ রায়হান	এআরডিও	শিবগঞ্জ,বগুড়া	
১৬	মোঃ হামিদুর রহমান খন্দকার	এআরডিও	সারিয়াকান্দি,বগুড়া	
১৭	মোঃ শহিদুল ইসলাম	এআরডিও	শেরপুর,বগুড়া	
১৮	মোঃ মনিরুল ইসলাম	এআরডিও	ধুনট,বগুড়া	
১৯	মোঃ আব্দুর রহিম (১)	এআরডিও	কাহালু,বগুড়া	
২০	মোঃ আব্দুল জলিল	এআরডিও	গাবতলী,বগুড়া	
২১	মোঃ সোহেল রানা	হিসাবরক্ষক	ধুনট,বগুড়া	

২২	মোঃ শাহিন বাদশা	হিসাবরক্ষক	দুপচাঁচিয়া,বগুড়া	
২৩	মোঃ ইবনুল কাইয়ুম	হিসাবরক্ষক	শেরপুর,বগুড়া	
২৪	মোঃ শরিফুল ইসলাম	হিসাবরক্ষক	সারিয়াকান্দি,বগুড়া	
২৫	মোঃ আব্দুর রহিম (২)	হিসাবরক্ষক	শাজাহানপুর,বগুড়া	
২৬	মোঃ আব্দুর রউফ	হিসাবরক্ষক	বগুড়া সদর,বগুড়া	
২৭	মোঃ রকিবুল হাসান	হিসাবরক্ষক	সোনাতলা,বগুড়া	
২৮	ফারহানা মাসুদ	হিসাবরক্ষক	গাবতলী,বগুড়া	
২৯	মোঃ এনামুল হক	হিসাবরক্ষক	আদমদিঘী,বগুড়া	
৩০	সুব্রত কুমার	হিসাবরক্ষক	নন্দীগ্রাম,বগুড়া	
৩১	মোঃ আয়ুব আলী	হিসাবরক্ষক	কাহালু,বগুড়া	
৩২	মোঃ আমিরুল ইসলাম	হিসাবরক্ষক	শিবগঞ্জ,বগুড়া	
৩৩	ফারজানা রহমান	হিসাবরক্ষক	জেলা দপ্তর,বগুড়া	
৩৪	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	হিসাব সহকারী	জেলা দপ্তর,বগুড়া	
৩৫	মোঃ হামিদুল ইসলাম	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার	জেলা দপ্তর,বগুড়া	
৩৬	ফিরোজ আহম্মেদ খান	মাঠসংগঠক	গাবতলী,বগুড়া	
৩৭	তিব্বত খনম	মাঠসংগঠক	গাবতলী, বগুড়া	
৩৮	জরিনা খাতুন	মাঠসংগঠক	গাবতলী, বগুড়া	
৩৯	মোছাঃ আইরিন আখতার	মাঠসংগঠক	গাবতলী, বগুড়া	